সৈয়দ মর্তুজার জীবনকথা

ওয়াকিল আহমদ*

সৈয়দ মর্তুজা বন্দো করিয়া ভকতি।
জগতে বাখানে যাখে সদা মস্ত মতি॥
- হেয়াৎ মামুদ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রায় শতাধিক মুসলমান কবির নাম পাওয়া যায়, যাঁরা বৈষ্ণবপদের ঢঙে গীতিকবিতা রচনা করেন। বৈষ্ণব কবিদের মতোই তাঁরা অনেকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন বৈষ্ণব-পদসংগ্রহে তাঁদের কারও কারও পদ সংকলিত হয়েছে। তাঁরা যে কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এতে তারই প্রমাণ মিলে। সৈয়দ মর্তুজা তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ মর্তুজা সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় রংপুরের কবি হেয়াৎ মামুদের *আম্বিয়াবাণী* (১৭৫৭) কাব্যে। কবি বন্দনাংশে সৈয়দ মর্তুজার প্রতি ভক্তি নিবেদন করেন, উপরের উদ্ধৃতি থেকে তা জানা যায়। এর ৩ বছর পরে বৈষ্ণবদাসকৃত *পদকল্পতরু* (১৭৬০) নামক সুবৃহৎ পদ-সংকলন গ্রন্থে সৈয়দ মর্তুজার ভনিতাযুক্ত একটি পদ (২৯৫৭ সংখ্যক) আছে। পদটির প্রথম চরণ "শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি।"[১] এটি ভাবসম্মিলনের পদ। বৈষ্ণবদাসের নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার টেঁয়া-বৈদ্যপুর গ্রাম; সৈয়দ মর্তুজা ঐ জেলার ছাপঘাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। উভয় স্থানের দূরত্ব ৬০-৭০ মাইল। বৈষ্ণবদাস একজন দক্ষ কীর্তন-গায়েন ছিলেন। উপরন্তু পদ-সংকলন কার্যে ব্রতী হয়ে তিনি নানা স্থান ভ্রমণ করেন। একই জেলার অধিবাসী হিসাবে তাঁর পক্ষে সৈয়দ মর্তুজার ঐ পদ সংগ্রহ করা স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য ছিল।

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১. সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত, *শ্রীশ্রী পদকল্পতরু* (৫ম খণ্ড), কলকাতা, ১৩৩৭

এরপর থেকে পুরো উনিশ শতক পর্যন্ত সৈয়দ মর্তুজা সম্পর্কে কোন আলোচনা চোখে পড়ে না। আমাদের জানা মতে, ঐ শতকের শেষে রমণীমোহন মল্লিক *মুসলমান বৈষ্ণব কবি* (১৩০২) গ্রন্থে সৈয়দ মর্তুজার ৪টি পূর্ণ পদ সংকলিত করেন। পদ ৪টি হল :

১. ভূবনমোহন রূপ অতি মনোহর। - আহিরী রাগ
২. সুন্দরি তুমি নাগর ভুলাইতে জান। - সিন্ধুড়া
৩. পরান বঁধু তুমি কি আর বলিব আমি। - সুহই
৪. শ্যাম বঁধু চিত নিবারণ তুমি। - বেলাবলী।[২]

১মটি শ্রীকৃষ্ণের রূপ, ২য়টি মান ও ৩য়-৪র্থটি ভাবসম্মিলনের পদ।

নিখিলনাথ রায় 'সৈয়দ মর্তুজা' নামে একটি প্রবন্ধ *সুধা* পত্রিকায় (মাঘ, ১৩০৮) প্রকাশ করেন। এতে সৈয়দ মর্তুজার ব্যক্তিগত জীবনীর উপর সম্ভবত প্রথম আলোকপাত করা হয়। তিনি লিখেন,

> খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে এক মুসলমান ফকীর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সৈয়দ মর্তুজা। মর্তুজার পূর্বপুরুষগণ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ বরেলী জেলায় বাস করিতেন। মর্তুজার পিতা সৈয়দ হাসেন কাদেরীও একজন আউলিয়া বা ফকীর ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই প্রথমে বঙ্গদেশে আগমন করেন। মর্তুজা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে না বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না; তবে এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, জঙ্গীপুরের নিকট বালিয়াঘাটায় তাঁহার জন্ম হয়। ....শৈশব সময় হইতেই ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করেন, এবং ফকীরের বেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। জঙ্গীপুরের সন্নিহিত চড়কা নামক স্থানের রাজ্জাক সাহেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তিনি সুতীর নিকট ছাপঘাটীতে এক আস্তানা নির্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেন, এবং প্রায় অশীতি বৎসর বয়সে তথায় দেহত্যাগ করেন। মর্তুজা মুসলমান ফকীর হইয়াও হিন্দুদিগের তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবধর্মের প্রতিও আস্থাবান ছিলেন, এজন্য মুসলমান গ্রন্থকারগণ তাঁহাকে মর্তুজাহিন্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আনন্দময়ী নাম্নী কোন ব্রাহ্মণ-কন্যা ভৈরবী রূপে তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিতেন বলিয়া উভয়কে লোকে মর্তুজানন্দ বলিত। ....তাঁহার বুজুর্গী বা অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বৈষ্ণবধর্ম মুর্শিদাবাদে প্রচারিত হইয়া এক অভিনব ধর্মান্দোলনের সূচনা করিয়া তুলে। যে ধর্ম হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছিল, সৈয়দ মর্তুজা সেই ধর্মেরও রসাস্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সুন্দর সুন্দর পদ বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের ভাব ও রচনা

---

২. রমণীমোহন মল্লিক, *মুসলমান বৈষ্ণবকবি*, কলকাতা, ১৩০২, পৃ. ৫-১৮

> দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। ভাষা এইরূপ প্রাঞ্জল ও সুললিত যে পদগুলিকে সহসা উত্তর-পশ্চিম দেশবাসী মুসলমান ফকীরের রচিত বলিয়া বুঝা যায় না। কোন বাঙ্গালী ভক্তের আবেগময় হৃদয়ের কথা বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। মর্তুজার এরূপ উদার ধর্মভাব ছিল যে, মুসলমানেরা তাঁহাকে ফকীর, তান্ত্রিকেরা সাধক ও বৈষ্ণবেরা একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত বলিয়া মনে করিতেন। হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী জনগণ তাঁহার প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। ছাপঘাটীর দরগা অদ্যাপি হিন্দু মুসলমান পূজা করিয়া থাকে। প্রতি বৎসরের রজব মাসে নানা স্থান হইতে ফকীরগণ আগমন করিয়া দরগার পূজা করেন। তদুপলক্ষে ছাপঘাটীতে একটি মেলার অধিবেশন হয়। মর্তুজার সমাধির নিকটে আনন্দময়ীরও সমাধি আছে। ....মর্তুজার পরিণীতা স্ত্রীর নাম নেজাম বিবি, তাঁহার গর্ভে মর্তুজার চারিটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বালিঘাটা নিবাসী সৈয়দ কাসেমের সহিত তাঁহার আসিয়া নাম্নী কন্যার বিবাহ হয়। কাসেম ১১৫৫ হিজরী বা ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বালিঘাটায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। .... মর্তুজার বংশধরগণ অদ্যাপি জঙ্গিপুরের নিকট বাস করিতেছেন।[৩]

নিখিলনাথ রায়ের এ উদ্ধৃতি অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ বলে দীর্ঘ হলেও আমরা উল্লেখ করলাম। প্রায় একশ বছর আগের এ তথ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্বও আছে। তিনি সৈয়দ মর্তুজার আবির্ভাবকাল, জন্মভূমি, পূর্বপুরুষ ও বংশধর, সাধকজীবন, কবিত্বগুণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তথ্যগুলোর উৎস অথবা প্রামাণিকতা সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি। 'মুসলমান গ্রন্থকারগণ' কবিকে 'মর্তুজাহিন্দ' বলে অভিহিত করেছেন; এঁরা কে, লেখক তা বলেন নি; আমাদেরও তা জানা নেই। উল্লেখযোগ্য যে, নিখিলনাথ রায় *মুর্শিদাবাদ কাহিনী* গ্রন্থ রচনা করেন।

মৌলভি আবদুল ওয়ালী খান কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে Notes on Archaeological Remains in Bengal (Serial No. XX, 1924) শিরোনামে ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ লিখেন। এতে তিনি সৈয়দ মর্তুজা সম্বন্ধে কিছু নতুন তথ্য পরিবেশন করেন। তথ্যগুলো সন্তজীবনী পড়ে ও লোকমুখে শুনে লিখেছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে লাহোরের মুফতি গোলাম সরওয়ারের *খজিনাতুল আসফিয়া* (১৮৭০) গ্রন্থের উল্লেখ করেন; গোলাম সরওয়ার আবার অপর গ্রন্থ *মফিজুল বিলায়াত* থেকে তা সংগ্রহ করেন। সৈয়দ মর্তুজা আধ্যাত্মিক গান রচনা করতেন, তান্ত্রিক যোগীর ন্যায় সুরা পান করতেন, তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা

---

৩. নিখিলনাথ রায়, 'সৈয়দ মর্তুজা', *সুধা*, ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩০৮, পৃ. ১১০-১১

আছে, 'মর্তুজাহিন্দে'র উল্লেখ নেই; তবে আবদুল ওয়ালী লোক-প্রচলিত উৎস থেকে 'মর্তুজানন্দে'র কথা বলেছেন। আমরা এ সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা করব।

ব্রজসুন্দর সান্যালের সম্পাদনায় *মুসলমান বৈষ্ণব কবি* (৩য় খণ্ড, ১৩১১) শীর্ষক একটি সংকলন-গ্রন্থ রাজশাহী সমিতি প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এতে কবির চার পৃষ্ঠার জীবনী সম্বলিত ভূমিকা ও ২৩টি পদের উল্লেখ আছে। কবির জীবনী সম্পর্কে তেমন নতুন তথ্য নেই; নিখিলনাথ পরিবেশিত তথ্যের সাথে অনেকাংশে মিল আছে। ব্রজসুন্দর সান্যাল রাগ-রাগিণীসহ পদগুলোকে ভাবানুযায়ী সাজিয়েছেন। এখানে পদগুলোর প্রথম চরণ ও রাগিণীর উল্লেখ করা হল :

১. শ্রীগৌরচন্দ্র - পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই। (সুহিনী ভাটীয়াল)
২. পূর্বরাগ - হেলায় হারাইলাম বনমালী পাইয়া স্বপনে রে নাথ। (ভাটীয়াল)
৩. শ্রীকৃষ্ণের রূপ-কি কহিব অয়ি সখি কালা গুণনিধি। (বেলোয়ার)
৪. ,, - ভুবন মোহন রূপ অতি মনোহর। (আহিরী)
৫. ,, - কালারূপ কেনে উপজিল গোকুলে কুলে বা। (বিভাস)
৬. মান - সুন্দরী তুমি নাগর ভুলাইতে জান। (সিন্ধুড়া)
৭. বিরহ - ও কুলের বধূ রে মজালি মজালি মজালি রে জাতিকূল। (ধানশী)
৮. ,, - গেলা গেলা ওরে শ্যাম না গেলা মাতাইয়া। (দীপক)
৯. ,, - সোনা বন্ধুর কি হৈল বেয়াধি। (গড়া)
১০. ভাবসম্মিলন - শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি। (বেলাবলী)
১১. ,, - ঝমরু কেন রে দেখি হেরি নন্দলাল। (বিভাস)
১২. ,, - ওহে পরাণ বন্ধু তুমি।.(সুহই)
১৩. ,, - বন্ধু আমার কালিয়া সোনা/স্বপনে পাইলাম বন্ধু করিয়া কামনা। (শ্রীগান্ধার)
১৪. ,, - রাধার আকুল রে বাঁশী না বাজাইব। (ধানশী)
১৫. ,, - জানি জানি রে গুণনিধি।/তুমি বিনে আমি আর নাহি জানি॥ (নট)
১৬. ,, - রাখরে রাখরে মন মানাইয়া। (হিল্লোল)

১৭. ,, - কে বলে কালিয়া ভাল রাই। (পঞ্চম)
১৮. ,, - আলো সই রে চলিলুম হাটের কারণ। (মারহাটি)
১৯. ,, - সাঁই এক বিনে মওলা এক বিনে আর নাহি কোই। (গুজ্জরী)
২০. ,, - সোনা বন্ধের এদেশে বসতি আর হবে না। (কানড়া)
২১. ,, - আলো সখি অন্ন নাহি খায় আন নাহি ভায়। (বলাবলী)
২২. ,, - তোর নি বাঁশীর রব শুনি গো রাই। (ধানশী
২৩. ,, - সই রে আমার কি করে পরাণে।/ প্রাণি মোর হরি নিল কালার বাঁশী টানে॥ (ধানশী)।[৪]

ব্রজসুন্দর সান্যাল পদগুলো চট্টগ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন হস্তলিখিত রাগ-তাল বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেন।[৫] নিখিলনাথের প্রবন্ধের ৪টি পদই এ-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পদগুলো রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক; ১৯নং পদে 'এক মওলা'র তথা তৌহিদবাদের কথা আছে। এটি সুফিভাবের পদ।

নবনূর পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩১১) ব্রজসুন্দর সান্যালের গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচকের নাম নেই। তিনি কবির জন্মস্থান সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ করে পদগুলোর শিল্পগুণের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন,

> সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিল বাবু মর্তুজাকে মুর্শিদাবাদের অধিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু মৌলভী সাহেব (আবদুল করিম) মর্তুজার কীর্তিকলাপের উপর লক্ষ্য করিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাকে চট্টগ্রামের বা তৎনিকটবর্তী কোনও স্থানের অধিবাসী বলিতে চাহেন। এই মর্তুজা নামধারী ব্যক্তিদ্বয় অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমরা মর্তৃজা রূপ প্রস্ফুটিত ফুলের রমণীয়তা, সৌন্দর্য ও সুবাস উপভোগ করিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, ইহাই পরম লাভ। সৈয়দ মর্তুজা একজন প্রকৃত ভক্ত, প্রেমিক ও কবি। তাঁহার রচিত পদাবলীর মধ্যে যথেষ্ট লালিত্য, মাধুর্য ও কবিত্ব যুগপৎ প্রকটিত হইয়া তাঁহার নির্মল হৃদয়ের সুন্দর একখানি প্রতিবিম্ব আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত করে। তাঁহার কোন কোন পদ পড়িবার সময় সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী পড়িতেছি বলিয়া ভ্রম হয়। মর্তুজার প্রত্যেক পদই সুর-তাল-লয় সংযোগে গেয়; প্রত্যেকটিরই শিরোদেশে রাগরাগিণী নির্দ্দিষ্ট আছে; সুতরাং সঙ্গীতের হিসাবেও পুস্তকখানি সাধারণের উপভোগ্য।[৬]

---

৪. ব্রজসুন্দর সান্যাল, *মুসলমান বৈষ্ণবকবি সৈয়দ মর্তুজা*, রাজশাহী সমিতি প্রেস, রাজশাহী, ১৩১১, পৃ. ১-১৬

৫. যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি*, কলকাতা, পৃ. ১২৯ (২য় সং)

৬. *নবনূর*, ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩১১, কলকাতা, পৃ.২৯১-৯২

মুন্সী এক্রামুদ্দিন (একরামুদ্দিন আহমদ) *বীরভূমি* পত্রিকায় (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩২৫) 'বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান বৈষ্ণবকবি' প্রবন্ধে "পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই।" পদটি উদ্ধৃত করে রাধাকৃষ্ণ রূপক হিসাবে এর আধ্যাত্মিকতার দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[৭]

গুরুত্বের বিবেচনায় এবার আবদুল ওয়ালীর ইংরেজি প্রবন্ধের কথা বলতে হয়। তিনি সৈয়দ মর্তুজার জীবনী, অলৌকিক কীর্তিকলাপ, আবির্ভাব কাল, মাজার, উরস ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। তিনি মর্তুজার জনৈক অধস্তন বংশধর, স্থানীয় কিংবদন্তি ও অনুষ্ঠানাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রয়োজনীয় অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

Shah Murtada, otherwise called Murtada–Anand, was the son of Sayyad Hasan of Bareilly, and a disciple of Sayyad Abdur-Razzaq. .... Sayyad Shah Murtada-Anand's miracles were many. The Khazinatul Asfya by Mufti Ghulam Sarwar of Lahore quotes from the Marijul Vilayet that Shah Murtuda of Rajmahal, in Bengal, was addicted, like jogis, to wine, had miraculous power, and used to sing verses on the Divine Unity. He was very fond of music and ecstacy. .... Shah Murtada was also a poet and used to sing in Bengali and Persian. The following ghazal is said to be by him.

Free from gain and unconcerned of loss, I do not
purchase both worlds for half a barley.
I am awere of the shares of the world, so that you
may not accuse me of being unawere.
I am content like tiger in the forest and not like dog
going about for carcase.
I am red-faced like the ruby (of the pommegranate colour)
so gold in sight is of yellow colour.
The world of Murtada is fleeting 'tis better that I should
pass away more quitly.

I may here mention that the habits, practices and beliefs of Murtada-Anand and his followers – the Murtada Shahis, as they are called – are anti-Islamic. These are exactly as same as those of the Hindu Tantriks. ... Shah Murtada was burried at Suti, also called Suti Sharif. Suti is a thana of Jangipur Sub-Division. The Saint, his wife and Anand Mayi's tombs had a common platform. When the tomb was about to cut by the river, the coffin of the saint was removed to Chapghati close to Suti. When this place too was threatened by the river the body was removed to Harwa,

৭. *বীরভূমি*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩২৫, কলকাতা, পৃ. ৩২

about eight miles south-west and burried there. This was, it is said, in accordance with what the saint had predicted that 'my tomb would be in three places'. The last named place is quite safe.[৮]

উপরোক্ত তথ্য ছাড়াও আনন্দময়ী দেবীর সাথে সৈয়দ মর্তুজার যোগাযোগ এবং সম্পর্কের লোকশ্রুত অলৌকিক কাহিনী, মালদহের ফিরোজপুরের সমসাময়িক পীর শাহ নিয়ামতুল্লাহর সাথে কবির পরিচয় এবং সম্পর্ক, কবির অন্যান্য অলৌকিক কার্যকলাপ, তাঁর মাজার ও শিষ্য সম্প্রদায় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা আছে। লেখকের মতে, মর্তুজার জন্ম রাজমহলে, মৃত্যু সুতীতে; নিখিল বাবু বালিয়াঘাটায় জন্ম ও সুতীতে মৃত্যুর কথা বলেছেন। মদ্য পান করা ও সাধন-সঙ্গিনী রাখা অর্থাৎ তান্ত্রিক আচার দ্বারা মর্তুজা প্রভাবিত - একথা উভয়েই বলেছেন। তিনি শুধু বাংলা গান নয়, ফার্সি গজলও রচনা করতেন; ওয়ালী খান প্রবন্ধে মূল ফার্সির সাথে ইংরেজি তরজমার উল্লেখ করেছেন। মুহম্মদ এনামুল হক গজলটির বাংলা অনুবাদ করেছেন এভাবে :

লাভে নির্লিপ্ত ও ক্ষতিতে উদাসীন (বলিয়া)
    অর্ধ যব-শস্যে আমি ইহকাল-পরকাল কিনি না॥
আমি ঐহিক মায়াজাল সম্বন্ধে (বিশেষ) অবগত,
    কেননা, তুমি যেন বলিতে না পার, আমি অসতর্ক ব্যক্তি॥
বনমধ্যস্থ সিংহের ন্যায় আমি পরিতৃপ্ত,
    শবসন্ধানে ইতস্ততঃ ধাবমান কুকুরের মত নহি॥
দাড়িম্ব-দীপ্তি-পদ্মরাগ মণির মত লাল মুখ আমার;
    (অতএব) আমার দৃষ্টিতে স্বর্ণ শুধু হরিদ্রাভ॥
হে মর্তুজা! এই জগৎ দ্রুত অপসৃয়মান,
    (সুতরাং) আমার পক্ষে দ্রুততর অপসৃত হওয়া শ্রেয়॥[৯]

এরপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও সংকলন গ্রন্থে সৈয়দ মর্তুজার পদ ও জীবন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু সেগুলোতে দু-একটি নতুন পদ ছাড়া অন্য তথ্য যুক্ত না হওয়ায় আমরা কেবল তালিকা দিয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে চাই।

(১).রাধাবল্লভ দে - মুসলমান বৈষ্ণবকবি, *সুবর্ণবণিক,* আষাঢ়, ১৩৩২

৮. Abdul Wali Khan, 'Notes on Archaeological Remains in Bengal', *The Journal of the Asiatic Society of Bengal*, S.N. XX, 1924, Calcutta, pp. 504-06.

৯. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য,* ঢাকা, পৃ. ১৯৩ (২য় সং)

(২).দীনেশচন্দ্র সেন ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র (সম্পাদিত) - *বৈষ্ণব পদাবলী*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৩৭

(৩).সতীশচন্দ্র রায় (সম্পদিত - *পদকল্পতরু* (৫ম খণ্ড), কলকাতা, ১৩৩৮

(৪). সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী (সম্পাদিত) - *কীর্তনপদাবলী*, কলকাতা, ১৩৪৫

(৫). চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) - *বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা*, কলকাতা, ১৩৪৭

(৬). মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (সম্পাদিত) - *পাঠমালা* (১ম খণ্ড), কলকাতা, ১৩৫১

(৭). যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) - *বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি*, কলকাতা, ১৩৫২

(৮). আবদুল কাদির ও রেজাউল করিম (সম্পাদিত) - *কাব্যমালঞ্চ*, কলকাতা, ১৩৫২।

মনসুরউদ্দীন ৪টি পদ সংকলিত করেন। তাঁর গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না বলে এতে নতুন পদ আছে কিনা, তা বলা গেল না। আবদুল কাদিরের *কাব্যমালঞ্চে* ৪টি পদ আছে; এর মধ্যে ২টি নতুন পদ। পদগুলো এভাবে উল্লিখিত হয়েছে -

১. শ্যাম, তোমার মুরলী বড় রসিয়া। - মুরলী

২. মুঞি কেন পিরীত রে করলুম নিঠুর কালার সনে। - বিরহ

৩. শ্যামবন্ধু চিত নিবারণ তুমি। - মিলন

৪. সুন্দরী তুমি নাগর ভুলাইতে জান। - রসসন্ধান

পুথির কুবের আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এককভাবে সৈয়দ মর্তুজা সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে ৯টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধগুলো কবির নামযুক্ত বিভিন্ন শিরোনামে *ভারত-সুহৃদ* (কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩০৯), *সাহিত্য* (পৌষ, ১৩১০), *গৃহস্থ* (ভাদ্র, ১৩২০ ও ১৩২৩), *ভারতবর্ষ* (পৌষ, ১৩২৫), *মাসিক মোহম্মদী* (আষাঢ, ১৩৪০), *পূরবী* (১৩৪৩), *মাহে-নও* (ভাদ্র, ১৩৫৭), *কোহিনুর* (২৯-৩০সংখ্যা,১৩৫৯) পত্রিকায় ছাপা হয়।[১০]

---

১০. তালিকাটি মুখ্যত আহমদ শরীফ সম্পাদিত *পুথি-পরিচিতি* গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পৃ. ৬৮১-৯৯

"সম্প্রতি তাঁহার (মর্তুজার) যে দুইটি নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে, সাহিত্যের পাঠকবৃন্দকে তাহা উপহার দিতেছি।"- এই বলে মোট ৩টি পদের উল্লেখ আছে *ভারত-সুহৃদে* প্রকাশিত 'সৈয়দ মর্তুজা পদাবলী' প্রবন্ধে। পদ ৩টি এরূপ :

১. কি কহিব অএ সখি কালা গুণনিধি।

২. কালা রূপ কেনে উপজিল গোকুলে কুল বা।

৩. কালা আসন কালা বসন ... চিকন কালা।

আসলে শেষের পদটি নতুন; এতে কৃষ্ণানুরাগের কথা আছে। অপর দুটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যালের গ্রন্থে আছে। *সাহিত্য* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের শিরোনাম 'সৈয়দ মর্তুজা পদাবলী'; এখানে ২টি পদ ও কবির জীবনীর উপর আলোচনা আছে। এখানে লেখক প্রথম সংশয় তুলে বলেছেন - মর্তুজা দুজন। তিনি বলেন,

> দুই দিকে দুই জন সৈয়দ মর্তুজার কীর্তিচিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে। 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থে এক সৈয়দ মর্তুজার পদাবলী দৃষ্ট হয়। তিনি মুর্শিদাবাদবাসী ছিলেন। আর আমরা চট্টগ্রামে এক সৈয়দ মর্তুজার বহুল পদাবলী আবিষ্কার করিয়াছি। এই কবিকে অভিন্ন বলিতে কিছু সঙ্কোচ বোধ হয়। যে কবির কীর্তি চট্টগ্রামে এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে, তিনি মুর্শিদাবাদবাসী, ইহা বিশ্বাস করিতে সহজেই দ্বিধা জন্মে। 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত কোন পদই এ পর্যন্ত চট্টগ্রামে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং আমাদের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইতেছে।[১১]

ভারতবর্ষে প্রকাশিত 'মুসলমান কবির বৈষ্ণবপদাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধে আবদুল করিম ৪টি পদের উল্লেখ করেছেন; পদগুলো *রাগমালা* পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত ও সংকলিত। পদগুলো রাগসহ এভাবে সংকলিত হয়েছে :

১. আজু মুই কুলের বাহির হৈলুম। - হিল্লোল

২.নাগর জাএরে রাধার মন্দিরে নাগর জাএরে। - বসন্ত পঞ্চম

৩. অকি নাগর কালা বিনে না রৈমু ঘরে। - মারহাঁটি

৪. শাম মোর বন্ধুআ নারে। - সুহি বেলোয়ার।[১২]

নিঃসন্দেহে পদগুলো নতুন; পূর্বে কেউ উল্লেখ করেননি। *মাসিক মোহম্মদী*-র 'প্রাচীন মুসলিম বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক "মুঞি কেনে পীরিতি কৈলুং নিঠুর কালার সনে।" পদটির রাগ 'গুঞ্জারী ভাঙ্কা' বলেছেন। পূর্বোক্ত *কাব্যমালঞ্চে* পদটির উৎস 'রাগনামা' বলা হয়েছে। *মাহে-নও* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের

---

১১. *সাহিত্য*, পৌষ ১৩১০, কলকাতা, পৃ. ৫৫২

১২. *ভারতবর্ষ*, পৌষ ১৩২৫, কলকাতা, পৃ. ৭৬-৭৯

শিরোনাম 'ফকির কবি সৈয়দ মর্তুজা'; তিনি মর্তুজার কবিতার মূল্যায়ন করে বলেন,

> বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিগণের মধ্যে কবি সৈয়দ মর্তুজা সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার রচিত বহু বৈষ্ণব কবিতা পাওয়া গিয়াছে। বাহ্য দৃষ্টিতে ঐ সব কবিতা 'বৈষ্ণবপদ' বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি বৈষ্ণবপদ নহে - বৈষ্ণব কবিতার রূপকে আত্মা ও পরমাত্মার প্রেম বর্ণনাা মাত্র। নিগূঢ় দরবেশী ভাবের অনেক কবিতাও তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাত্ম পথের পথিক ভিন্ন সেসব কবিতার মর্ম পরিগ্রহ করা অন্যের পক্ষে দুষ্কর।[১৩]

মুহম্মদ এনামুল হক *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (১৯৫৭) গ্রন্থে নিখিলনাথ ও আবদুল ওয়ালী খানের প্রবন্ধের ভিত্তিতে সৈয়দ মর্তুজার জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। পদাবলী ছাড়াও সৈয়দ মর্তুজা *যোগকালন্দর* নামে একখানি সুফিতত্ত্বমূলক গ্রন্থ রচনা করেন - নতুন এ তথ্য দিয়ে এনামুল হক বলেন,

> যোগকালন্দর বাংলার সুফীসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এই পুস্তকটি মৎকর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশের অপেক্ষায় রাজশাহীর 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে। ইহার একটি মাত্র পুঁথিতে কেবল একটি ভণিতা পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ :
>
> বাপে দিল জন্মখানি মায়ে দিল খির।
> সৈয়দ মর্তুজা কহে জন্মের ফিকির॥
>
> পুস্তকটিতে 'মারফতি-আমল' প্রভৃতির সহিত হিন্দুর যোগশাস্ত্রের প্রক্রিয়াদি মিশিয়া বাংলার হিন্দু-মুসলিম তত্ত্বকথার এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।[১৪]

এরপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল আহমদ শরীফ সম্পাদিত *মুসলিম কবির পদসাহিত্য* (১৯৬০); এতে মর্তুজার নামের পূর্বে অথবা পরে 'সৈয়দ', 'গাজী', 'আলী' ভেদে মোট ৫৫টি পদ সংকলিত হয়েছে। এর আগে এত সংখ্যক পদ অন্য কোন সংকলনে নেই। গ্রন্থের উৎস সম্পর্কে আহমদ শরীফ বলেন,

> মুখ্যত মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত রাগমালা ও গীতাবলী সম্বল করে মুসলিম কবির পদসাহিত্য সংকলিত হল। ... বর্তমান সংকলনের পদগুলো সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত ২৭খানা রাগমালা ও ৬খানা

---

১৩. *মাহে-নও*, ভাদ্র ১৩৫৭, ঢাকা, পৃ. ৩৪

১৪. *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ১৯৪

> গীতিসংগ্রহ এবং আমাদের সংগৃহীত আরো ৪খানা রাগমালা ও গীতিমালা থেকেই আমাদের সংগ্রহ করতে হয়েছে।[১৫]

আহমদ শরীফ সৈয়দ মর্তুজার জীবনী সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য দেননি; দু-একটি ক্ষেত্রে আবদুল করিম ও এনামুল হকের মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেননি। তিনি বলেন,

> আলোচ্য বালিয়াঘাটাবাসী সৈয়দ মর্তুজা ও চট্টগ্রামের পুথিতে পাওয়া পদাবলীর রচয়িতা মর্তুজা অভিন্ন ব্যক্তি কিনা বলা যায় না। চট্টগ্রামে পাওয়া পদের একটিতে মর্তুজা আলি, অপর একটিতে মর্তুজা গাজী ভণিতা পাওয়া গেছে। মর্তুজা 'যোগকলন্দর' রচনা করেননি; একখানি যোগকলন্দরের শেষ পত্রে পাওয়া ভণিতাটি আসলে একটি পদের ভণিতা - যোগকলন্দরের নয়।[১৬]

এ গ্রন্থে উল্লিখিত নতুন পদগুলো এখানে তুলে দেওয়া হল :

১। রূপ - না জানি ওরে গুণনিধি তুয়া বিনে আর নাহি জানি। (নট)
২। ,, - বসে ঠামে ঠামে কে বলে কালিয়া ভোলা অন্তরে।
৩। ,, - শ্যাম, আন না লয় মনে। (তুড়ি ভাটিয়াল)
৪। ,, - দারুণ কালা, সবে বলে কালা কালা আমি বলি শ্যাম। (রাগ গুঞ্জরী)
৫। অনুরাগ - মুঞি কেনে পিরীতি রে কৈলুঁ নিঠুর কালার সনে। (গুঞ্জরী ভাক্কা)
৬। ,, - মজাইলুঁ রে জাতি রসিয়া নাগরের হাতে। (তুড়ি আসোয়ারী)
৭। ,, - প্রাণি হরি নিল কানাইয়া। (হিন্দোল রাগ)
৮। ,, - দেখ সই কালিন্দী কিনারে শ্যাম রায়। (রাগ সারাঙ্গ)
৯। ,, - শ্যামল সুন্দর তনু দেখিলুঁ স্বপনে। (রাগ আশাবরী)
১০ ,, - ওগো সই, কে বলে কালিয়া সোনা।
১১। বংশী - জানি জানি আগ রাই। (ধানসি পরহ)
১২। ,, - রে শ্যাম তোমার মুররী বড় রসিয়া। (রাগ কানড়া)
১৩। আক্ষেপ - যৌবন গেল মোর রে। (তুড়ি পটমঞ্জরী)
১৪। অভিসার - কালা মনোহর রস গুণনিধি। (মালব)

---

১৫. *মুসলিম কবির পদসাহিত্য*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৭, পৃ. ৩৯
১৬. ঐ, পৃ. ১৭৩

১৫। বিরহ - মালিনি রে লইয়া যারে তোর ফুল। (রাগ অহির)
১৬। ,, - আড়াল চাউলের ভাত ক্ষীর নদীর পানি। (বিরহ শঙ্কা)
১৭। ,, - দারুণ প্রিয় হামো না বানায়ে। (রাগ ধানসী)
১৮। ,, - আর নিবা কি বন্ধু রে আর নিবা কি। (রাগ কেদার)
১৯। আত্মবোধন - নাইহরের বন্দা কি লৈয়া যাইমু নিজ দেশে। (রাগ মালব)
২০। ,, - সাধ নাই রে সাধ, এ ঘরের বসতি আল্লা।
২১। ,, - ভরা কুলায় রে পানুয়া নাও।
২২। ,, - কে কে যাইবা যমুনার জলে।
২৩। ,, - তুয়া বিনে আর নাহি জানি রে গুণের নিধি। (নাটিকা রাগিণী গীত)
২৪। আত্মনিবেদন - বিনোদ আমার বাড়িত আয়। (রাগ মাধবী)
২৫। বিবিধ - কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার। (রাগ ভঙ্গ ভাটিয়াল)

আহমদ শরীফ *মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ* (১৩৬৯) ও *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা* (১৩৭৫) নামে অপর দুখানি গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এগুলোতে মর্তুজার যথাক্রমে ৩টি ও ১৮টি পদ সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থদ্বয়ের নতুন পদগুলো এরূপ :

১। অভিসার - এ মেঘ আন্ধার বন্ধু কেহ নাহি সাথে।
২। ,, - ধীরে ধীরে বাড়াও এ মেঘ আন্ধার রাত্রি বাঘের বড় ভয়।
৩। বিরহ - মন মোর কি দিয়া বান্ধিমু।

১। বংশী - সজনি গো সই তুমি কি আমারে বোল।
২। ,, - বন্ধু মোরে ছুঁইও না ছুঁইও না রে।
৩। মিলন - বন্ধুর ভাবে জাগিতে চাপিল কাল ঘুমে।
৪। মান - গেলা গেলা ওরে শ্যাম না গেলা বোলাই।
৫। ,, - শ্যাম মোর বন্ধুয়া না রে।
৬। বিরহ - ভজ সখি নন্দ কিশোর কেলিকলা রসে ভোর।
৭। ,, - কি আজু কুদিন ভেলিএ।
৮। আত্মনিবেদন - শ্যাম বঁধু, আমার পরাণ তুমি।
৯। ,, - আমি সে তোমার নাথ আমি সে তোমার।

একটা বিষয় লক্ষণীয়- সৈয়দ মর্তুজার অধিকাংশ পদ রাধার উক্তি অথবা অভিব্যক্তি রূপে গ্রথিত ; এগুলিতে তাঁরই প্রেমানুরাগ, চিত্তদাহ, বিরহতাপিত হৃদয়ার্তি প্রকাশিত হয়েছে।

২

১৯৭২ সালে জানুয়ারি মাসে আমি মুর্শিদাবাদে যাই; জঙ্গীপুর মহকুমার সুতী থানার অধীনস্থ আজাদনগর গ্রামে আমার পৈতৃক ভিটা আছে। সেখান থেকে সুতী ও ছাপঘাটির দূরত্ব মাত্র দুই-আড়াই মাইল এবং বালিয়াঘাটা ও চরকার দূরত্ব দশ-বারো মাইল। সৈয়দ মর্তুজার উপর তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ঐ সকল স্থান পরিদর্শন করি। যা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা এখানে তুলে ধরা হল।

মাজার ও উরস

হারুয়ার উত্তর-পশ্চিম মাথায় সৈয়দ মর্তুজার বর্তমান মাজার আছে। মাজারে কোন পরিচয়জ্ঞাপক ফলক নেই। প্রাচীর ঘেরা একটি উন্মুক্ত চত্বরে পাশাপাশি ৬টি কবর আছে। বর্তমান খাদেম ও কবির অধস্তন বংশধর সৈয়দ জয়নাল আবেদীন (বয়স ৫৩ বছর) মাজারের ৩০-৪০ গজ দূরে আধা পাকা, আধা কাঁচা পোড়ো বাড়িতে থাকেন। তিনি কবরগুলোর পরিচয় দেন এবং তৎসম্পর্কে হস্তলিখিত একটি 'চিরকুট' দেখান। চিরকুটে যা লেখা আছে তা হুবহু তুলে দেওয়া হল :

সৌএদ শাহ মুরতজা আনন্দ
মাজার শরীফ : মোঃ সুতি-ছাপঘাটী, থানা - সুতি

গঙ্গার অত্যাচারে প্রথম মাজার হইতে লাশ মুবারক উঠাইয়া সম্ভবতঃ সৌএদ আসগর আলী সুতিতে দফন করেন। ১৩০৪ সালে সৌএদ মহসিন আলী আবার ঐ লাশ উঠাইয়া সুতির সামিল নুরপুরে দফন করেন। তৎপরে ১৩১২ সালে ঐ লাশ আবার উঠাইয়া মহসিন আলী সাহেব নিজ হাবুয়া গ্রামের উত্তর প্রান্তে পাকা ইন্দারার নিকট পাকা মাজার তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। মোট ৬টি কবর উঠাইয়া আনা হইয়াছে। যথা পীর সাহেবের কবর পশ্চিম আর তার পূর্বে পীর সাহেবের সহধর্মিণী চরকানিবাসী সৌএদ আবদুর রেজ্জাক সাহেব পীরের কন্যা হজরত বীবী - তার পূর্বে পীর সাহেবের পুত্র দায়েম শাহ - তার পূর্বে শাহ মুরাদ, পীর সাহেবের পোতা - তার পূর্বে শেষ কবর বীবী বাশীর, পীর সাহেবের কন্যা। এই ৬টি কবর নুরপুর হইতে আনা হয়। প্রতি বছর রজব মাসের ৭ইতে আরম্ভ

হইয়া ১০ই তারিখ ওরূশ হয়। বাদ আসর তার পরদিন ফকিরেরা চলিয়া যান। এই সময়ে একটা ক্ষুদ্র মেলা হয়।[১৭]

আবদুল ওয়ালী খান বলেন, মর্তুজার কবর প্রথমে সুতীতে, সেখান থেকে ছাপঘাটী এবং তৎপরে হারুয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। চিরকুটে মাঝের একটি অতিরিক্ত স্থান নুরপুরের কথা বলা হয়েছে। সুতী থেকে নুরপুর ৩-৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে মর্তুজার ভক্ত সম্প্রদায় থাকে; এরা স্থানীয়ভাবে 'খোট্টা' নামে পরিচিত। কিংবদন্তি আছে যে, সৈয়দ মর্তুজার সমাধি নদীর ভাঙনের মুখোমুখী হলে তাঁর মাজার কোথায় নেওয়া হবে - এ নিয়ে ভক্তদের মধ্যে মতভেদ ও বিরোধ দেখা দেয়। নুরপুরের ভক্তরা গোপনে লাশ তুলে সে গ্রামে নিয়ে যায়। পরে কবির বংশধরেরা সালিশি করে হারুয়ায় স্থানান্তরিত করেন। হারুয়ায় আনন্দময়ীর কবর নেই, চিরকুট থেকে তাই অনুমিত হয়। মর্তুজার পাশে আনন্দময়ী শায়িতা আছেন - পূর্বসূরির এ তথ্য সত্য নয়। মাজারের 'মোতোয়াল্লি' সম্পর্কিত একটি হস্তলিখিত দলিল জয়নাল আবেদীনের কাছে গচ্ছিত আছে। এতে উরস পালনের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। পাঠকের জ্ঞাতার্থে দলিলের সম্পূর্ণ অনুলিপি এখানে তুলে দেওয়া হল :

শাহ সৈয়দ মরতুজা আলী পীর সাহেব।

নিবেদন এই যে, জেলা মুর্শিদাবাদ মহুকুমা জঙ্গীপুর থানা সুতীর অধীন হারোয়া গ্রামে শাহ সৈয়দ মরতুজা আলী পীর সাহেবের সমাধি অবস্থিত। আমরা উক্ত পীর সাহেবের ভক্ত (ফকির)। আমরা ভিন্ন ভিন্ন জেলার ফকিরগণ আমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রথা অনুযায়ী সন সন রজব মাসের ১১ই তারিখ দিবা বেলা ৮/৯ টার সময় সমাধিতে উপস্থিত হইয়া সমাধি জিয়ারত (দর্শন) করি ও সমাধিতে মূল উরুষ দোয়া দরুদ পাঠ করিয়া থাকি। উক্ত পীর সাহেবের ওয়ারিশসূত্রে সৈযদ জয়নাল আবেদীন মিঞা আমাদের ফকিরগণের মধ্যে একজনকে শের গুরু (সর্দার) নিযুক্ত করিয়া থাকেন। সৈয়দ জয়নাল আবেদীন মিঞা পীর সাহেবের ভক্তগণকে একটি ভোজ করিয়া ভক্ষণ করান ও পীর সাহেবের সমাধির উন্নতিকল্পে ব্যয় বিধান করিয়া থাকেন। সমাধিতে সাঁঝবাতির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

এতদর্থে উক্ত পীর সাহেবকে আমরা সকল ভক্তগণ (ফকিরগণ) সম্মতিক্রমে এই পত্র লিখিয়া দিলাম। নিবেদন ইতি।

বাংলা সন ১৩৭৩ সাল ৯ই কার্তিক; ইং ১৯৬৬ সাল
২৬শে অক্টবর, রোজ বুধবার।

---

১৭. 'চিরকুট'টি জয়নাল আবেদীনের হস্তলিখিত। তিনি তাঁর চাচী সলেমান নেশা বিবির কাছ থেকে শুনেছেন। সলেমান নেশা বিবি ৮৫ বছর বেঁচেছিলেন।

উরুষ শরীফের তরিকা:-

১১ই রজব দিবা বেলা ৯টার সময় উরুষকার্য সুমম্পন্ন হয়। রোফাই বানুয়া দোনো মিলকার উসমে মোতায়ালী সাহেবকে সাথ করিয়া এই কানুন প্রস্তুত হইল। প্রথম কানুন কুলখানি; দ্বিতীয় কানুন ফাতেহাখানি। .... ফাতেহা করিবার পূর্বে সমস্ত জিনিষ সংগ্রহ করিয়া ফাতেহা কার্য আরম্ভ করিতে হইবে। ফাতেহা কার্যের জন্য যে যে জিনিষের আবশ্যক তাহার বর্ণনা :

১. ৬টি কলসী (নতুন)
২. চাদর
৩. আগরবাতী ফুল
৪. পাঁচ আনা সিরনী
৫. শের গুরুর মস্তকে পাগড়ী ইত্যাদি।

শের গুরুকে মস্তকের পাগ বাঁধার জন্য এক টাকা পঁচিশ পয়সা ও পাঁচটি মিষ্টান্ন মোতায়ালী সাহেবের প্রাপ্য।

(স্বাক্ষরকারী)
শাহ খলিফা আশক আলী (জেলা দুমকা)
শাহ রেয়াসাত হোসেন-শরগুরু (চোক বেনুয়া)
আজমত আলী শাহ গাওয়াহী
মোতায়ালী সৈয়দ জয়নাল আবেদীন (মুর্শিদাবাদ)
মহম্মদ মোকসেদ আলী (ঐ)
আবদুল হাকিম (ঐ)।

লিখক: মুহম্মদ মুসা
সাং হারুয়া
২৬/১০/৬৬ইং

এর সাথে আবদুল ওয়ালী খানের বক্তব্য মিলিয়ে পড়া যায়। তিনি লিখেছেন,

> Shah Murtada–Anand's Urus (death anniversary) takes place every year from 11 to 13 Rajab. On the last day, one of the faqirs of the cult is elected to be the headman, and a hood is placed on his head by the Sajjada–nashin of the tomb, when the former offers a present to the latter. The newly elected head, with others then repairs to the tomb of Shah Nimat-ullah Wali at Firuzpur. ... The headman must be a langot-band (celebrate) and must have a Murtada-Shahi distar (hood).[১৮]

শেখ রুস্তম হারুয়ার অধিবাসী, বয়স ৪৮, নিরক্ষর, মর্তুজার মাজারের খাদেম ও ফকির। তিনি মর্তুজার 'ফকিরী কানুন' সম্বন্ধে আমাকে এই তথ্যগুলি দেন: যে ভক্ত হবে তার প্রথমে মাথার চুল কামান হয় ও দেহের সব চুল কামান

১৮. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০৪

হয়। সেবককে পীরের হাতে হাত রেখে তোবা করান হয়, লায় এলাহা ... ৫ বার পড়ান হয়। হাত কা উপর কিসকি হাত - পীরের হাত, রসুলকা হাত, আল্লাহ্ কা হাত এরূপ অঙ্গীকার করান হয়। তারপর পীরের এঁটো শরবত খাওয়ানো হয়: শরবতের এ পেয়ালা হল কাওসরের পেয়ালা। এরপর তাকে মাজারে নিয়ে মাথার রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে গাল ছেঁদা করা হয়। এবং 'নারা' নামক বিশিষ্ট বস্ত্র পরান হয়। এভাবে মুরীদ করান পর্ব শেষ হয়। লোকে একে 'পীর ধরা' বলে।

উরস চলাকালে সমবেত ফকিরগণ দোয়া-দরুদ পড়া ছাড়া কাওয়ালি ও জিকির করে। রুস্তম সাহেব আমাকে আধা বাংলা আধা উর্দুতে কয়েকটি কাওয়ালি শোনান। এর একটি হল :

শেরে মরতুজা আলী
আনন্দ বোখারী॥ ধুয়া
সে বাংলাদেশ মে আস কারকে
শের সৈয়দ রাজ্জাক পাক পাসমে
উনি মুরিদ হো গয়ী
শেরে মরতুজা আনন্দ বোখারী॥

তিনি জিকিরের এক দীর্ঘ বাণী শোনান; এটি পীরের দোহাইও বটে:

আবদুল কাদের জিলানী
বড় পীর সাহেব বোগদাদ শরীফ
খাজা মৈনুদ্দীন চিশতি
মওলানা নেজামুদ্দীন আউলিয়া দিল্লী
দাতা সাহেব দাতা হজরত আলী
শের সৈয়দ রাজ্জাক পাক
শের সৈয়দ মর্তুজানন্দ বোখারী
শের সৈয়দ মকদুম জালাল দ্দীন তাবরেজী
কুতুব সাহেব পান্ডুয়া
কুতুব লাহোরী পান্ডুয়া
বুড়াহা পীর দিনাজপুর (পশ্চিমবঙ্গ)
শাহা সুলতান দিনাজপুর
মওলানা আতাউর রহমান দিনাজপুর (কালদীঘি,
উত্তর পাহাড়)

জিন্দাপীর (কালদীঘি, দক্ষিণ পাহাড়)
শীতল শাহা (ধলদীঘি, পূর্ব পাহাড়)
মকদুম জাহাঙ্গীর তবরীজ (বিহার শরীফ)
জুলহান বিবি (হিরোলা)
পীরানা পীর দস্তগীর (সয়দুল্লাপুর)
মরদানা শাহ্ আসান পীর
এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর কী দোয়া কবুল করে গী
তেরি খোদা ওলী আম্বিয়া গাউস কুতুব
ওলী আম্বিয়া পাক পাঞ্জাতন
ইয়া আলী তেরা বদন কি দোয়া
কভি না যায় রে খালি
খাজা পীর ভর্ যায় দরিয়া খোজাখির
আলী তেরা বদন কি দোয়া
কভি না যায় রে খালি
আলী কুল বালা টালি।[১৯]

ঐসব অঞ্চলে মর্তুজা পীরের দুটি দোহাই আছে : এক. নদী পার হওয়ার সময় - 'জয় মর্তুজা সাহেবের জয়।' দুই. বাজিতপুর ধুলোটের মেলায় এখানকার দেবতা সর্বেশ্বরের পূজার সময় - 'সৈয়দ মর্তুজানন্দ সাহেব কী জয়।' প্রতি বছর ১লা বৈশাখ এ মেলা হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক মাটির ঘোড়া মানত করে উৎসর্গ করে। প্রতি বৃহস্পতিবার ভক্তরা মর্তুজার মাজার দর্শন করে। উরসের সময় পার্শ্বস্থ পাগলা নদীর পানি এনে যখন কবর ধোয়া হয়, তখন ভক্তরা ঐ পানি সংগ্রহ করে নিয়ে যায়; এ পানিতে নানা অসুখ-বিসুখ সারে বলে লোকে বিশ্বাস করে।

লক্ষণীয় যে এসব তথ্য এবং পরে পরিবেশিত আরও কতক বিষয় সৈয়দ মর্তুজার 'পীরত্ব'কে সূচিত করে, 'কবিত্ব'কে নয়। তাঁর লিখিত পদ বা অন্য কোন রচনা সম্বন্ধে এখানকার লোকের ধারণা নেই; জিজ্ঞাসাবাদ করেও সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি। তবে সৈয়দ

১৯. উল্লেখযোগ্য যে, হারুয়ার ভক্তরা 'খোট্টা' ভাষায় কথা বলে। খোট্টা ভাষা আধা বাংলা, আধা উর্দু। মুর্শিদাবাদ-মালদহে এ শ্রেণীর বহু লোক আছে। তারা বিশুদ্ধ বাংলাও বলতেও পারে। খোট্টা একান্তভাবে তাদের ঘরোয়া ভাষা।

মর্তুজা ধ্যান করতেন ও গান করতেন - এ কথা অনেকে বলেছেন। গানগুলো তাঁর নিজের রচিত কিনা, তা তাঁরা জানেন না।

আবির্ভাব কাল

সৈয়দ জয়নাল আবেদীনের নিকট রক্ষিত 'চিরকুটে' একটি বংশ-তালিকা আছে। সেটি এরূপ :

শাহ্ সৈয়দ মরতুজা আনন্দ পীর সাহেবের পুত্র -

১। সৈয়দ শাহ্ পীর আশক আলী
২। সৈয়দ শাহ্ পীর খিজির আলী
৩। সৈয়দ শাহ্ দাইমুল (পীর সাহেব)

শাহ্ আশক আলীর পুত্র শাহ্ সৈয়দ মুরাদ আলী, তাঁর পুত্র শাহ্ সৈয়দ আসলম, তাঁর পুত্র সৈয়দ শাহ্ এনায়েত আলী, তাঁর পুত্র সৈয়দ শাহ্ রেয়াসত আলী, তাঁর পুত্র সৈয়দ শাহ্ মহ্সন আলী মিঞা। মহ্সন আলী মিঞার ৩ পুত্র ও চার কন্যা -

১। সৈয়দ মহম্মদ হোসেন মিঞা (মৃত)
২। সৈয়দ জয়নাল আবেদীন (বর্তমান মতোয়ালী)
৩। সৈয়দ আবদুল হাদী মিঞা (মৃত)
৪। কাফিয়া বিবি
৫। রাবিয়া বিবি (মৃত)
৬। মরিয়ম বিবি
৭। জয়নব বিবি।

সৈয়দ মর্তুজা থেকে অধস্তন বংশধর সৈয়দ জয়নাল আবেদীন পর্যন্ত তালিকাটি এভাবে সাজান যায় :

সৈয়দ মর্তুজানন্দ
(স্ত্রী - নেজাম বিবি)
|

| | | |
আশক আলী খিজিরআলী দাইমুল আলী বাশীর বিবি
|
------------ |
মুরাদ আলী
|
আসলম আলী

নূর আলী
|
আসগর আলী
|
এনায়েত আলী
(স্ত্রী - সুকনি বিবি)
|
রেয়াসাত আলী
|
মহসন আলী (মৃত. ১৩৬৮)
|
জয়নাল আবেদীন (জন্ম. ১৩২৭)।

জয়নাল আবেদীনের কাছে কতকগুলো পুরানো দলিল আছে। একটি দলিল ফারসিতে লেখা, বাকিগুলো বাংলায়। দু-একটি দলিলের কাগজ ও লেখা খুব প্রাচীন; তুলট কাগজের দলিলও আছে। বাংলা ও ফারসি দলিলের নাম-ধাম, সন-তারিখ সম্পর্কিত কিছু তথ্য নিচে দেওয়া হল :

১। ফারসি : দলিলে গোলাকার সিলমোহরে লেখা আছে -১১৮৬
বাদশাহ আলমগীর

২। বাংলা : জমিদার রাজেরাম জিয়ন (জীবন)
খিদিরপুর - জমি ৭।২ কাঠা।

(সিলমোহর)

মহম্মদ নাজিমউদ্দীন
সন ১২১১

৩। জমিদার রায়জীবন রায় : পঃ রওশনপুর
মৌজা রঘুনাথপুর - ১৮ বিঘা
,, প্রতাপগঞ্জ - ১ ,,
,, দখিন গাঁ - ২। ,,
মৌজা - পাকড়িয়া - ৭ বিঘা
,, - কাসীমনগর - ২ ,,

৪। রিয়াসাদ আলী : ১২৬৭, ৭ই জ্যৈষ্ঠ।

৫। সুকনি বিবি : ১৮৬৩, ৩০শে সেপ্টেম্বর।
৬। রাহেলা বিবি ১ গাছা হার বিক্রয় করিয়া কতক সম্পত্তি
সৈয়দ মরতুজা আনন্দকে দিয়াছিলেন।
৭। শ্রীবংশীবদন (দলিল লেখক), সাং বংশবাটী :১০৬৪ হিজরী
৮। মীর মহম্মদ কাসিম খান (সাল দুষ্পাঠ্য)।

আমরা তালিকায় দেখেছি যে, আসগর আলী সৈয়দ মর্তুজার অধস্তন ৫ম পুরুষ। সুকনি বিবি রেয়াসত আলীর মাতা অর্থাৎ এনায়েত আলীর স্ত্রী। এনায়েত আলী ৬ষ্ঠ পুরুষ। রেয়াসাত আলী ৭ম পুরুষ। জয়নাল আবেদীন ৯ম পুরুষ। এ থেকে প্রতি পুরুষে সময়ের ব্যবধান গড়ে ২৫/৩০ বছর ধরলে মর্তুজার আবির্ভাব কাল ২৫০/৩০০ বছর আগে অর্থাৎ সতেরো শতক গণ্য করা যায়। এই হিসাবে তিনি ঐ শতকের গোড়ার দিকে অথবা তার কিছু পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন বলে অনুমান করা যায়।

বৈষ্ণবদাস *পদকল্পতরু* সংকলন করেছিলেন আঠারো শতকের গোড়ার দিকে। সৈয়দ মর্তুজা তার আগেই মারা যান; কবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে অন্যূন দুই পুরুষ সময় লাগলে মর্তুজার আবির্ভাবকাল অনায়াসে সতেরো শতক গণ্য করতে হয়। আবদুল ওয়ালী খান বলেছেন যে, ফিরোজপুরের শাহ নিয়ামতুল্লাহর সাথে সৈয়দ মর্তুজার যোগাযোগ ও অন্তরঙ্গতা ছিল। সেইসূত্রে আজও নিয়ম আছে, মর্তুজার উরসকার্য সম্পন্ন করার পর ফকিরগণ ফিরোজপুরে শাহ নিয়ামতুল্লাহর মাজার দর্শনে যান। নিয়ামতুল্লাহর মৃত্যু ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ বলে জানা গেছে। মুহম্মদ এনামুল হক এরূপ সূত্র ধরে পূর্ব-মৃত্যুগামী বর্ষীয়ান ও গরীয়ান পীর মর্তুজার মৃত্যুকাল আনুমানিক ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দ ধরেছেন। নিখিলনাথ ও আবদুল ওয়ালী খান বালিঘাটার একটি মসজিদের কথা বলেছেন, যার নির্মাণকাল ১১৫৫ হিজরি বা ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দ। সৈয়দ কাসিম শাহ এটি নির্মাণ করেন। তিনি মর্তুজার দৌহিত্রী আসিয়া বিবিকে বিবাহ করেন। তিন পুরুষের ব্যবধান ৭৫ বছর ধরলে ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়, যা সতেরো শতকের ষাটের দশককেই সূচিত করে। জয়নাল আবেদীনের নিকট সংরক্ষিত সর্ব প্রাচীন একটি ফার্সি দলিলে ১০৬৪ হিজরি অর্থাৎ ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ আছে; নিঃসন্দেহে এ সময়ে কবি জীবিত ছিলেন। প্রবীণ সাধক ও কবি খ্যাতির উচচ পর্যায়ে উপনীত হয়ে এরূপ সম্পত্তি লাভ করেছিলেন। ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দ পূর্বোক্ত সময়ের খুবই কাছাকাছি।

মর্তুজা ও আনন্দময়ী

সৈয়দ মর্তুজা ও আনন্দময়ী সম্পর্কিত কিংবদন্তি এতদঞ্চলে সর্বত্র প্রচলিত আছে। বাংলাদেশে সুফি সাধনায় তান্ত্রিক যোগতত্ত্বের প্রভাব পড়েছিল; বাউলরা এর শেষ উত্তরসূরি । সৈয়দ মর্তুজা এ ধারার সাধক ছিলেন। আনন্দময়ী ছিলেন কবির সাধনসঙ্গিনী। নিখিলনাথ রায় বলেছেন, আনন্দময়ী ভৈরবীরূপে মর্তুজার সাথে অবস্থান করতেন। মর্তুজা মদ্যপানও করতেন। নারীসঙ্গ, মদ্যপান তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গ।

আবদুল ওয়ালী খান মর্তুজা-আনন্দময়ী কিংবদন্তির দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় -

> The tradition regarding the union of Shah Murtada and Anand Mayi Devi which is current, is more extraordinary and is as follows :
>
> A marriage party of a certain Brahman was returning after the marriage ceremony was over. When it arrived at the river bank, the processionalists asked Shah Murtada, who was there, to move away, as his touch would contaminate the members of the bridal party. He moved away. When they reached home, it was found to their surprise that the Shah and the bride were together within the litter. He was driven away therefrom. When the bridal party was taken into the house, there too, they were found together. The bridal party was sorely tired and became very apprehensive. The bride, who too was, attached to the faqir said, "It is not proper for me to remain here, I must go to the faqir". So she came to Shah Murtada and was by him converted and initiated to his cult. One day she said, "I was hitherto a member of a respectable family of Brahmans; shall I hold a similar position now?" He replied, "your name will be before mine, and my name will be coupled with yours." Since then, he is called by his followers Anand-Murtada, and by the common people Murtada-Anand, as the girl's name was Anand Mayi Devi.[২০]

কবির নামের সঙ্গে আনন্দময়ীর নামের সংযুক্তি তাঁদের সম্পর্কের নৈকট্য ও নিবিড়তা প্রমাণ করে।

ষাটের দশকে জঙ্গিপুরের 'গ্রন্থমেলা' উপলক্ষে প্রকাশিত একটি স্মারকপত্রে ঐ কিংবদন্তির কিছু ভিন্ন বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। এতে আছে -

---

২০. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০৪

> ব্রাহ্মণকন্যা আনন্দময়ী ছাবঘাটীর গঙ্গাতীরে 'সতী' হবেন। প্রচুর জনসমাগমে শ্মশানভূমি মুখর। বিষণ্ণা আনন্দময়ী অশ্রু বিসর্জন করছেন। কার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে মাথা তুললেন; বোধ হয় শেষ বারের মত পৃথিবীর সব কিছু দেখে নেবেন। দেখলেন, সম্মুখে এক বর্ষীয়ান উন্নতদেহী ফকির দণ্ডায়মান। মৃত্যুর পর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে এই আশ্বাস দিয়ে ফকির ফিরিয়ে আনলেন তাঁকে। এই ফকির সূফীপন্থী সাধক কবি সৈয়দ মর্তুজা। আনন্দময়ী হলেন তাঁর অনুগত শিষ্যা - কবির সাধনার অনুবর্তিনী। উপলব্ধি করলেন তিনি জগতের চিরন্তন স্বামীকে।[২১]

স্মারকপত্রে আরও বলা হয়েছে,

> এই মানবপ্রেমীর সাধনার স্থল ছাবঘাটীর গঙ্গাতীরে এক বটবৃক্ষমূলে। এই স্থানেই তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়। ....শোনা যায়, আনন্দময়ীরও সমাধি তাঁর পাশে ছিল। ....তিনি মুসলমান ফকির হলেও হিন্দু মুসলমানের মিলিত ভাবমানসের প্রতীক। আসলে যিনি সাধক, যিনি শিল্পী মানুষের চিরন্তন সমাজ ছাড়া তাঁর কোন বিশেষ সংকীর্ণ সমাজ থাকে না, সৈয়দ মর্তুজারও ছিল না। শোনা যায়, তিনি তান্ত্রিক সাধনাও করতেন।[২২]

মর্তুজার ধর্মসাধনা ও শিল্পসাধনার প্রকৃতি সম্পর্কে স্থানীয় লোকের এ মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। আনন্দময়ীর কিংবদন্তির ঘটনার সঙ্গে এখানে তথ্যগত ভিন্নতা আছে। এ সম্পর্কে অপর একটি ঘটনা আমি পূর্বোক্ত রুস্তম আলীর কাছে শুনেছি; তাঁর ভাষ্যমতে সেটি এরূপ :

> একদিন আনন্দময়ীর মা গঙ্গায় স্নান করছিলেন, সেখানে মর্তুজার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি নিঃসন্তানা ছিলেন। পীর সাহেব তাঁকে সন্তানের বর দিলেন। তিনি বললেন, পুত্র সন্তান হলে তার সাথে বন্ধুতালি করবেন আর কন্যা হলে পীরের সেবা করতে দিবেন। যথাসময়ে মেয়ে হল, নাম আনন্দময়ী। হিন্দুঘরের কন্যা বলে তিনি সমাজের ভয়ে প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলেন না। মেয়ে সাবালিকা হলে তিনি তার বিয়ের আয়োজন করলেন। বিয়ের বাসরে সাতপাকের সময় ফকির সেখানে উপস্থিত হলেন। সমাজের লোকে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে স্থান ত্যাগ করতে বললো। কিন্তু মর্তুজা মায়ের শপথের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। মর্তুজার নামের সাথে আনন্দময়ীর নাম প্রচার করতে হবে এ শর্তে তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। আর তখন থেকেই তাঁর নাম 'মর্তুজানন্দ বোখারী' চালু হয়।

উপরের তিনটি ঘটনার মধ্যে আনন্দময়ীর সতী হওয়া ও তদবস্থা থেকে উদ্ধার করে তাঁকে দীক্ষিত ও শিষ্যভুক্ত করার ঘটনা অধিক বাস্তবধর্মী। সে যুগে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা ছিল। 'মর্তুজানন্দ' সম্পর্কে আরো কথা থেকে যায়।

---

২১. *জঙ্গীপুর গ্রন্থমেলা স্মারকপত্র,* পৃ. ৬৭

২২. ২২. ঐ।

লাহোরের মুফতি গোলাম সরওয়ার *খজিনাতুল আসফিয়া* গ্রন্থে বলেছেন যে, সৈয়দ মর্তুজা আধ্যাত্মিক গান করতেন এবং আনন্দোল্লাসে মগ্ন থাকতেন। এ তথ্যের ভিত্তিতে মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেন : "তাঁহার 'আনন্দ' উপাধিতেই আনন্দোল্লাসে বিভোর থাকার কথা প্রমাণিত হয়।"[২৩] ভিন্ন কথায় 'আনন্দ' ছিল মর্তুজার উপাধি, অন্য কিছু নয়। তিনি মরমি গান গেয়ে আধ্যাত্মিক আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন - এরূপ ভাবমূর্তি থেকে লোকে তাঁকে ঐ নামে অভিহিত করতে পারে বলে অনুমান করা যায়।

অলৌকিকতা

সৈয়দ মর্তুজা নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলে বহু কিংবদন্তি আছে। তাঁর বুজুর্গির দুটি ঘটনা নিখিলনাথ রায় উল্লেখ করেছেন : (১) মর্তুজা 'কিস্তি' নামে এক পাত্রে পদার্পণ করে নদী পার হতে পারতেন। (২) মদ্যপানের সময় কেউ অভিযোগ করলে তিনি তার বাড়ির সব পানিকে মদ্যে পরিণত করতেন। আবদুল ওয়ালী খান আনন্দময়ীর বিবাহ-সংক্রান্ত ঘটনা ছাড়াও অপর একটি অলৌকিক ঘটনার কথা বলেছেন। তিনি লিখেন,

> Shsh Murtada used to dive into the water of river that flows below Rajmahal, disappear for days, and then re-appear on the surface. Sometime he would dive into water at Rajmahal and appear at Suti, where he was subsequently burried.[২৪]

আমি সরজমিনে তথ্য সংগ্রহ করার সময় ঐ অঞ্চলের বর্ষীয়ান লোকের মুখে আরো কতক আজগুবি ঘটনা শুনি। সেগুলো সাজিয়ে এভাবে বলা যায় :

১। বলরাম-সর্বেশ্বর নদীতে গামছা ভাসিয়ে তার উপর চড়ে বৃন্দাবন যাচ্ছিলেন, সৈয়দ মর্তুজা দাতন করার সময় তা দেখে মাটির দেওয়াল ভাসিয়ে তার উপর চড়ে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। মর্তুজার অলৌকিক ক্ষমতার গুরুত্ব বুঝে তাঁরা তাঁর অনুগত হন এবং তাঁর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, সুতী থানার নিকট বলরাম-সর্বেশ্বরের মন্দির আছে। এখানে প্রতি বছর ধূলটের মেলা হয়, তাতে সর্বেশ্বরের আগে মর্তুজানন্দের জয়ধ্বনি দেওয়া হয়।

---

২৩. *মুসলিম বাংলা বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ১৯২

২৪. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০৪

২। রাজ্জাক শাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সৈয়দ মর্তুজা সেখানে অবস্থান করেন। পীর গুরুর আদেশে মর্তুজা তেলির বাড়ি তেল ভাঙাতে যান। বলদ মারা গেছে বলে তেলি বসে কাঁদছে। মর্তুজা ভাগাড় থেকে গোরুকে জীবিত করে এনে যথারীতি তেল ভাঙিয়ে গৃহে ফিরেন।

৩। খাজনার অনাদায়ে একজন জমিদার রাজ্জাক শাহকে বন্দী করে নিয়ে যান। মর্তুজা সেখানে হাজির হয়ে দেখেন, দেয়ালে বাঘের ছবি আঁকা; মর্তুজা আদেশ দিলেন মনিবকে বাঁচাবার জন্যে। বাঘ সিপাহি ধরতে গেলে রাজ্জাক শাহ বাধা দেন এবং মর্তুজার এরূপ আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে অভিশাপ দেন, " তিন জাগায় তাঁর গোর হবে; শেষ গোর যখন হবে তখন দুনিয়া আখেরি হয়ে যাবে।"

বলা বাহুল্য, এগুলো নিতান্তই গালগল্প। ভক্তরা অতি অন্ধ ভক্তিবশত এসব গল্প বলে ও বিশ্বাস করে। পীরের মাহাত্ম্য বাড়ানোর জন্যে তারা এগুলো প্রচারও করে থাকে।

সুফি সাধক ও কবি সৈয়দ মর্তুজার ব্যক্তিজীবন ও কবিকর্ম সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যসমূহের উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করা হল। তাঁকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম পদকর্তা বলা হয়েছে। আমরা কবির ষাটের অধিক পদের সন্ধান পেয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের সকল পুথি-সংগ্রহশালায় অনুসন্ধান করলে মর্তুজার নতুন-পুরাতন পদ পাওয়া যেতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। চট্টগ্রামে সংগৃহীত রাগমালা-গীতিমালায় মর্তুজার অনেক পদ পাওয়া গেছে সত্য, তবে তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন - এমন কথা বলার মতো যুক্তি-প্রমাণের অভাব আছে। মর্তুজার কবিত্ব নিয়ে আলোচনার সুযোগ আছে, কিন্তু তার জন্যে অপর একটি প্রবন্ধের আবশ্যক।